চিন্টপুরি মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল ও আরেকজন

বনাম

পঞ্জাব রাজ্য এবং অন্যান্যরা

(২০১৮ সালের ৮৯ নং রিট পিটিশন)

৩রা জুলাই, ২০১৮

[এস. এ বোবদে এবং এল. নাগেশ্বর রাও, বিচারপতিদ্বয়]

মেডিকেল কাউন্সিল আইন, ১৯৫৬--ধারা ১০৪, ১৯--প্রয়োজনীয়তা শংসাপত্র--রাজ্য সরকার কর্তৃক মেডিকেল কলেজকে মঞ্জুর--রাজ্য সরকারের একবার অনুমোদিত শংসাপত্র প্রত্যাহারের ক্ষমতা--এর অনুমতি--স্থির হয়েছেঃ রাজ্য সরকার সহ কোনও কর্তৃপক্ষকে অনুমতি দেওয়া যায় না যা কেবল একটি প্রয়োজনীয়তা শংসাপত্র জারি করে, শংসাপত্র প্রত্যাহারের কোনও ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য যা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অনুমোদিত একটি মেডিকেল কলেজের অস্তিত্ব সমাপ্ত করার প্রভাব ফেলতে পারে--রাজ্য সরকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে করতে পারে না--আরও, এটি বলা যায় না যে কোনও পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয়তা শংসাপত্র প্রত্যাহার করা যাবে না--রাজ্য সরকার এমন শংসাপত্র প্রত্যাহার করার অধিকারী হবে যেখানে এটি জালিয়াতি করে প্রাপ্ত হয় বা যে কোনও পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয়তা শংসাপত্র অনুমোদিত হয়েছিল তা অদৃশ্য হয়ে যায় বা অনুরূপ প্রকৃতির অন্য কোনও কারণে--বাস্তবে, ডাক্তার-প্যানেল অনুপাতের যে শর্তটি অর্জনের প্রস্তাব করা হয়েছে, তা আইন এবং প্রবিধানের বিধানগুলির আলট্রা ভাইরেজ--সুতরাং, রাজ্য কর্তৃক জারি করা, অপরিহার্যতা শংসাপত্র প্রত্যাহারের আদেশ বাতিল করা হল এবং বাতিল করা হল।

রিট পিটিশন মঞ্জুর করে, আদালত

স্থির করেছে: ১.১) প্রয়োজনীয়তা শংসাপত্রটি প্রত্যয়িত করে যে নির্দিষ্ট কারণগুলি বিবেচনা করে এটি অপরিহার্য যে প্রস্তাবিত কলেজটি খোলা রাজ্যে অপরিহার্য। 'যা লক্ষণীয় তা হল আইনের প্রয়োজন যে একজন আবেদনকারীর অবশ্যই রাজ্য সরকারের কাছ থেকে একটি প্রয়োজনীয়তা শংসাপত্র থাকতে হবে যাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে তার দ্বারা প্রস্তাবিত একটি মেডিকেল কলেজ থাকা অপরিহার্য। এর উদ্দেশ্য হলো, এমন একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা রোধ করা যেখানে কোনও মেডিকেল কলেজের প্রয়োজন নেই অথবা অনেক মেডিকেল কলেজের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা রোধ করা।

সুতরাং, মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার অনুমতির জন্য আইনী প্রকল্পে যোগ্যতার মানদণ্ড হিসাবে বলা হয়েছে যে আবেদনকারীর রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত একটি অপরিহার্যতা শংসাপত্র থাকতে হবে। রাজ্য সরকার এই আইনের অধীনে আইন প্রণয়নের অংশ হিসাবে একটি প্রস্তাবিত মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা প্রত্যয়িত করে। এটি রাজ্য আইন সহ অন্যান্য আইনের অধীনে তা করে না। অপরিহার্যতা শংসাপত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য হল মেডিকেল কাউন্সিল আইন, ১৯৫৬ এর ধারা ১০ক এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি নতুন মেডিকেল কলেজ খোলার বা প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেওয়ার জন্য একটি সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম করা। একবার কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে, এর কার্যকারিতা এবং কর্মক্ষমতা এবং এমনকি এর কোর্সগুলির স্বীকৃতিও কেবল আইএমসি আইনের বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

১.২) রাজ্য সরকার সহ যে কোনও কর্তৃপক্ষকে, যারা কেবল একটি অপরিহার্যতা শংসাপত্র জারি করে, এমন কোনও ক্ষমতা প্রয়োগের অনুমতি দেওয়া অবৈধ হবে যার প্রভাবে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি মেডিকেল কলেজের অস্তিত্বের অবসান ঘটতে পারে। রাজ্য সরকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তা করতে পারে না। উপরন্তু, প্রয়োজনীয়তা শংসাপত্রের উদ্দেশ্য কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রত্যয়িত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ যে একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। এটি এর বাইরে যায় না। অন্য কথায়, একবার রাজ্য সরকার প্রত্যয়িত হয়ে গেছে যে একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা ন্যায়সঙ্গত, এটি পরবর্তী পর্যায়ে বলতে পারে না যে কলেজ প্রতিষ্ঠার কোনও যৌক্তিকতা ছিল না।নিঃসন্দেহে, যে ব্যক্তি কোনও রাজ্য সরকারের এই আশ্বাসের ভিত্তিতে একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন যে, এই ধরনের প্রতিষ্ঠান ন্যায়সঙ্গত, তিনি পরবর্তী পর্যায়ে বলতে পারবেন না যে, তাকে তা করার অনুমতি দেওয়ার কোনও যৌক্তিকতা নেই। তদুপরি, মনে হয় যে, একটি প্রয়োজনীয়তা শংসাপত্র জারি করার ক্ষমতা এমন একটি ক্ষমতা যা অবশ্যই জালিয়াতির ক্ষেত্রে ব্যতীত, একবার প্রয়োগ করা হলে তা শেষ বলে মনে করা উচিত। সমতা, ন্যায্যতা এবং প্রতিশ্রুতিমূলক প্রতিরোধের নিয়মগুলি এই আদালতকে বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়ার অনুমতি দেয় না।

১.৩) প্রয়োজনীয়তার শংসাপত্র বাতিল করার জন্য রাজ্য কর্তৃক প্রদত্ত কারণগুলি কোনও মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার সাথে প্রাসঙ্গিক বা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তারা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি মেডিকেল কলেজের কার্যকারিতার ত্রুটিগুলির কথা উল্লেখ করে।

ঘাটতিগুলি তাদের স্বভাবগতভাবেই নিরাময়যোগ্য এবং দূর করা যেতে পারে। রাজ্য সরকারকে একটি অপরিহার্যতা শংসাপত্র প্রত্যাহার করার অনুমতি দেওয়া এবং বলা যে কলেজ থাকা আর অপরিহার্য নয়, তা চরম স্বেচ্ছাচারিতার দিকে পরিচালিত করবে কারণ যৌক্তিকভাবে যদি ত্রুটিগুলি দূর করা হয় তবে মেডিকেল কলেজের অস্তিত্ব আবারও ন্যায্য বলে প্রমাণিত হবে। একটি কলেজের ন্যায়সঙ্গত অস্তিত্ব এবং বিদ্যমান কলেজের অনিয়মিত/অবৈধ ক্রিয়াকলাপের প্রশ্নটি বিষয়গুলির একটি ভিন্ন ক্রমের অন্তর্গত এবং এটি মিশ্রিত করা যায় না। একটি শংসাপত্র একটি কর্তৃপক্ষের দ্বারা নির্দিষ্ট শর্তগুলি প্রত্যয়িত করে একটি গুরুতর বিবৃতি গঠন করে। এই জাতীয় শংসাপত্রগুলিতে কাজ করা ব্যক্তিরা ধরে নেওয়ার অধিকারী যে শংসাপত্রটি নিশ্চিত করবে এবং অতিরিক্ত কারণে তাদের পায়ের নিচ থেকে বের করা হবে না। প্রয়োজনীয়তা শংসাপত্র প্রত্যাহারের কোনও কারণ নির্ধারিত ফর্ম ২-এ সত্য হিসাবে প্রত্যয়িত কারণগুলির সাথে সম্পর্কিত নয়।

১.৪) রাজ্যের শর্ত নং **(VII)**-ডাক্তার জনসংখ্যার অনুপাতের উপর নির্ভর করে, এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে রাজ্য সরকারের পরিদর্শন করার ক্ষমতা রয়েছে, কারণ এটি এমসিআই দ্বারা বন্ধ হওয়া কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য দায়বদ্ধ বা অন্যথায়। যদি এই ধরনের পরিদর্শনগুলি কোনও ঘাটতি প্রকাশ করে তবে রাজ্য প্রয়োজনীয়তার শংসাপত্র প্রত্যাহার করার অধিকারী। এই জমা গ্রহণ করা যায় না, আইএমসি আইন এবং প্রবিধানগুলি যার অধীনে রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয়তার শংসাপত্র জারি করতে চায়, আইএমসি আইনের ১৭ এবং ১৮ ধারার অধীনে যে কোনও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, কলেজ বা হাসপাতালে যেখানে কোনও চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হয় সেখানে পরিদর্শক/পরিদর্শকদের পরিদর্শন করার ক্ষমতা প্রদান করে।

১.৫) রাজ্য সরকারকে কেবলমাত্র তার অঞ্চলের মধ্যে একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য একটি অপরিহার্যতা শংসাপত্র প্রদানের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করা হয়েছে এবং তাও যখন কোনও ব্যক্তি একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে চান তখন। রাজ্যের উপর সাধারণ পরিদর্শনের কোনও ক্ষমতা সরাসরি প্রদান করা হয় না এবং এই ধরনের ক্ষমতা প্রবিধানগুলিতে পড়া যায় না বা এমন কোনও স্পষ্টভাবে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় হিসাবে বোঝানো যায় না যা বিদ্যমান নেই। প্রকৃতপক্ষে, এটা বোঝাও কঠিন হতে পারে যে আইএমসি আইন রাজ্য সরকারকে একটি অপরিহার্যতা শংসাপত্র প্রদান সহ যেকোনো ক্ষমতা অর্পণ করেছে।

আই. এম. সি আইনে কেবলমাত্র একটি আবেদনকারীকে একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য রাজ্য সরকারের কাছ থেকে একটি প্রয়োজনীয়তা শংসাপত্র পাওয়ার প্রয়োজন। তবে, আইনটি সেই ফর্মটি নির্ধারণ করে যেখানে এই জাতীয় শংসাপত্রটি রাজ্য থেকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। উল্লেখযোগ্যভাবে, ফর্মটি পরিদর্শনের কোনও ক্ষমতা প্রদান করে না। কেবলমাত্র একটি যোগ্যতা হিসাবে রাজ্য দ্বারা একটি যোগ্যতা শংসাপত্রের প্রয়োজনীয়তা কেবল একটি ক্ষমতার প্রতিনিধিদল যা অবশ্যই স্পষ্ট এবং স্পষ্ট হতে হবে।অতএব, এটা স্পষ্ট যে এই ধরনের ক্ষমতা কোনও যৌক্তিকতা ছাড়াই রাজ্য দ্বারা অহঙ্কারী করা হয়েছে এবং সম্ভবত কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা প্রয়োগ করা ক্ষমতার সাথে দ্বন্দ্বের কারণ হতে পারে এবং সম্ভাব্যভাবে, পরস্পরবিরোধী পরিদর্শন প্রতিবেদনের ফলস্বরূপ। রাজ্য সরকার কর্তৃক আরোপিত 'নিষেধাজ্ঞা' তাই, আইএমসি আইন এবং প্রবিধানের পরিপন্থী।

১.৬) যেহেতু প্রয়োজনীয়তা শংসাপত্রের জন্য রাজ্য সরকারকে কলেজ বন্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়, তাই প্রয়োজনীয়তা শংসাপত্র প্রত্যাহারের অন্তর্নিহিত অধিকার রাজ্যকে অবশ্যই ধরে রাখতে হবে, কারণ প্রয়োজনীয়তা শংসাপত্র প্রত্যাহারের ফলস্বরূপ কেবল কলেজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং রাজ্যকে অবশ্যই অন্য প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের থাকার ভার বহন করতে হবে।

১.৭) যেহেতু প্রয়োজনীয়তা শংসাপত্রটি প্রবিধান অনুসারে প্রস্তাবিত মেডিকেল কলেজের জন্য পর্যাপ্ত ক্লিনিকাল উপাদানের প্রাপ্যতা প্রত্যয়িত করে, তাই কলেজটি প্রতিষ্ঠার পরেও পর্যাপ্ত ক্লিনিকাল উপাদান রয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য রাজ্যের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা রয়েছে, কারণ রাজ্যকে কেবলমাত্র মেডিকেল কলেজের প্রস্তাবের সময় পর্যাপ্ত ক্লিনিকাল উপাদান প্রত্যয়িত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে নয়। কিন্তু দেখা গেছে যে রাজ্য 'পর্যাপ্ত ক্লিনিকাল উপাদান' শব্দটির সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা করেছে। রাজ্যের মতে, "পর্যাপ্ত ক্লিনিকাল উপাদান" মানে "মানুষ" অর্থাৎ ডাক্তার, রোগী, কর্মী ইত্যাদি। যেখানে, চিকিৎসা শিক্ষার ক্ষেত্রে এই শব্দটির অর্থ ভর্তির সংখ্যা, স্রাবের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যা, অস্ত্রোপচারের সংখ্যা, পদ্ধতির সংখ্যা, এক্স-রে এবং পরীক্ষাগার তদন্ত সম্পর্কিত তথ্য।সুতরাং, প্রস্তাবিত মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার ন্যায্যতা প্রমাণ করার জন্য রাজ্যকে যে তথ্যটি প্রত্যয়িত করতে হবে তা হল অঞ্চলে উপলব্ধ তথ্য।

স্পষ্টতই, একটি মেডিকেল কলেজের অস্তিত্বের ন্যায্যতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে, রাজ্যের দাবি যে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার পরে এটি পরিদর্শন করার অধিকার তাদের থাকা উচিত যাতে দেখা যায় যে সেখানে পর্যাপ্ত সংখ্যক ডাক্তার, রোগী ইত্যাদি আছে কিনা যা এর অস্তিত্বকে ন্যায্যতা দেয়, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

১.৮) প্রয়োজনীয়তার শংসাপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কাজকে অবশ্যই আধা-বিচারিক কাজ হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। ফর্ম ২-এ শংসাপত্র দেওয়ার সময়, রাজ্যে প্রস্তাবিত কলেজ খোলার যৌক্তিকতা এবং কার্যকারিতা নির্ধারণের জন্য সরকারকে প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে, এটি বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বার্ষিক যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসকের সংখ্যা, রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলে নিবন্ধিত চিকিৎসকের সংখ্যা এবং কর্মসংস্থান বিনিময়ে নিবন্ধিত সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত চিকিৎসকের সংখ্যা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণের অস্তিত্ব অনুসন্ধান ও নির্ধারণ করতে বাধ্য। রাজ্যের চিকিৎসক সংখ্যা, ডাক্তার-রোগীর অনুপাত অর্জন এবং রাজ্যে চিকিৎসা জনবলের উপলব্ধতার উপর প্রস্তাবিত কলেজের প্রভাবও নির্ধারণ করতে হবে। তাই শংসাপত্র প্রদানকে অবশ্যই একটি আধা-বিচার বিভাগীয় আইন হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। ফলস্বরূপ এই ধরনের আইন সাধারণ ধারা আইনের ২১ ধারা দ্বারা বিবেচিত "আদেশ" হিসাবে বিবেচিত হতে বাধ্য নয়। এটি একটি আদেশ নয়, এবং অবশ্যই একটি বিজ্ঞপ্তি, নিয়ম বা উপ-আইন নয়, ধারা ২১-এর কোনও প্রয়োগ নেই।

১.৯) আই. এম. সি আইনের কোনও বিধান রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রশাসনকে প্রয়োজনীয়তার শংসাপত্র জারি করার কোনও ক্ষমতা প্রদান করে না। প্রবিধানগুলি যা করে তা হ 'ল প্রয়োজনীয়তার শংসাপত্র একটি মেডিকেল কলেজ খোলার জন্য আবেদন করার যোগ্যতার মানদণ্ড। সেই অর্থে, এই বিধানটি রাজ্য সরকার কর্তৃক জারি করা একটি অপরিহার্যতা শংসাপত্রকে স্বীকৃতি দেয়। কোনও রাজ্য আইনের অধীনে এই জাতীয় শংসাপত্র জারি করার ক্ষমতা বা কর্তব্য রাজ্য সরকারকে দেওয়া হয় না। যাই হোক না কেন, যেহেতু এই ক্ষেত্রটি একটি সংসদীয় আইন অর্থাৎ ১৯৫৬ সালের এমসি আইন দ্বারা দখল করা হয়েছে, তাই একটি রাজ্য আইন ইতিমধ্যেই বিদ্যমান থাকলেও, সেই ক্ষেত্রটিতে তার কোনও কার্যকারিতা থাকবে না। ফলস্বরূপ, অনুচ্ছেদ ১৬২-এর অধীনে রাজ্যের নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাবে না।

১.১০) প্রয়োজনীয়তার শংসাপত্রটি অবশ্যই প্রবিধানের সাথে পঠিত আই. এম. সি আইনের অধীনে জারি করা হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে এবং রাজ্যের কোনও স্বাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ না করে। উল্লেখযোগ্যভাবে, যেখানে শংসাপত্র জারি করার কোনও ক্ষমতা আই. এম. সি আইন বা প্রবিধান দ্বারা প্রদত্ত হয়েছে বলে দেখানো হয় না, সেখানে এটি প্রত্যাহার করার সংশ্লিষ্ট ক্ষমতা রাজ্যকে দেওয়া হয়েছে কিনা তা অনুসন্ধান করা নিরর্থক হবে। এমনকি এই ধারণার অধীনে যে এই জাতীয় শংসাপত্র জারি করার ক্ষমতা আইনের অধীনে প্রবিধান দ্বারা নিহিতভাবে প্রদত্ত হয়েছে, তা নিশ্চিতভাবেই প্রত্যাহার করার কোনও ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি। সাধারণ ধারা আইনের ধারা ২১-এর উপর নির্ভর করে এই ধরনের ক্ষমতাকে অহঙ্কারী করা যায় না।

১.১১) তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, আবেদনকারী কলেজ প্রয়োজনীয়তা শংসাপত্রের উপর কাজ করেছে এবং একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছে যা কাজ করেছে; ঘাটতিপূর্ণ হতে পারে। প্রয়োজনীয়তা শংসাপত্র প্রদানের পর থেকে শর্তগুলি পরিবর্তিত হয়েছে, আই. এম. সি আইন দ্বারা প্রদত্ত প্রত্যাহারের কোনও ক্ষমতার অভাবে ধারা ২১ উপলব্ধ নয়। শর্ত নং (একাদশ) আই. এম. সি আইন এবং প্রবিধানের বিধানগুলির পরিপন্থী। প্রয়োজনীয়তা শংসাপত্র প্রত্যাহার করে পঞ্জাবের ১ নং রাজ্য দ্বারা জারি করা আদেশ বাতিল করা হয়েছে এবং বাতিল করা হয়েছে এবং শর্ত নম্বর (সপ্তম) এবং (একাদশ) অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

১.১৩) এই আদালত হয়তো এই সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন না যে কোনও পরিস্থিতিতেই একটি অপরিহার্যতা শংসাপত্র প্রত্যাহার করা যাবে না। রাজ্য সরকার এই ধরনের শংসাপত্র প্রত্যাহার করার অধিকারী হবে যেখানে এটি জালিয়াতির মাধ্যমে প্রাপ্ত হয় অথবা যে কোনও পরিস্থিতিতে যেখানে অপরিহার্যতা শংসাপত্রটি মঞ্জুর করা হয়েছিল সেই স্তরটি অদৃশ্য হয়ে যায় অথবা অনুরূপ প্রকৃতির অন্য কোনও কারণে।

মডার্ন ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য (২০১৬) ৭ এস. সি. সি. ৩৫৩; অনিরুদ্ধসিংহজি করণসিংহজি জাদেজা বনাম গুজরাট রাজ্য (১৯৯৫) ৫ এস. সি. সি. ৩০২: [১৯৯৫] ২ সম্পূরক এস. সি. আর ৬৩৭; দীপক বাবারিয়া বনাম গুজরাট রাজ্য (২০১৪) ৩ এস. সি. সি. ৫০২: [২০১৪] ২ এস. সি. আর ৭১; ড. প্রীতি শ্রীবাস্তব বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য (১৯৯৯) ৭ এস. সি. সি. ১২০: [১৯৯৯] ১ সম্পূরক এস. সি. আর ২৪৯; ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (আই) বনাম ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার (২০০২) ৫ এস. সি. সি. ৬৮৫: [২০০২] ৩ এস. সি. আর. ১০৪০; ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (গোয়ালিয়র) এম. পি. লিমিটেড বনাম

আয়কর কমিশনার, গোয়ালিয়র (২০১৮) এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ১২৬; গৌরুল হাসান বনাম রাজস্থান রাজ্য এ. আই. আর ১৯৬৭ এস. সি ১০৭:১৯৬২ এস. সি. আর ৭৭২; হরি শঙ্কর জৈন বনাম সোনিয়া গান্ধী (২০০১) ৮ এস. সি. সি ২৩৩; [২০০১] ৩ সম্পূরক. এস. সি. আর ৩৮; অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার বনাম ওয়াই. এস. বিবেকানন্দ রেড্ডি এ. আই. আর ১৯৯৫ এ. পি ১- উল্লিখিত।

প্রশাসনিক আইনে ওয়েড এবং ফোরসিথ, ১০ সংস্করণ পি. ২৬৯-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলার প্রসঙ্গ

(2016) 7 SCC 353 referred to Para 2

[1995] 2 Suppl. SCR 637 referred to Para 8

[2014] 2 SCR 71 referred to Para 8

[1999] 1 Suppl. SCR 249 referred to Para 15

[2002] 3 SCR 1040 referred to Para 25

(2018) SCC Online SC 126 referred to Para 25

[1962] SCR 772 referred to Para 30

[2001] 3 Suppl. SCR 38 referred to Para 30

AIR 1995 AP 1 referred to Para 31

দেওয়ানী মূল এখতিয়ারঃ ২০১৮ সালের ৮৯ নং রিট পিটিশন (দেওয়ানী)।

ভারতের সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে।

সুশ্রী বিনা মাধবন, এস উদয় কুমার সাগর, মৃত্যুঞ্জয় সিং, সুশ্রী আইনজীবী এস নিট অ্যান্ড কোং, আবেদনকারীদের পক্ষে আইনজীবীরা।

শ্রী আমান লেখী, এ. এস. জি, প্রতীক ভাটিয়া, ধাওয়াল মোহন, মিশ্র সৌরভ, সুশ্রী উত্তরা বব্বর, সুশ্রী আকাঙ্ক্ষা চৌধুরী, সুশ্রী ভাবনা দুহুন, শ্রী গোবিন্দ গোয়েল, অঙ্কিত গোয়েল, অলোক কে. আর. দ্বিবেদী, উত্তরদাতাদের জন্য আইনজীবীরা।

আদালতের রায়টি প্রদান করেন

এস.এ. বোবদে, বিচারপতি--চিন্তপূর্ণী মেডিকেল কলেজ ২০১১ সালে পাঞ্জাব রাজ্যে শুরু হয়েছিল। এই কলেজটি বাবা ফরিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত। এটি একটি নতুন মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ইন্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিল আইন, ১৯৫৬ (এরপরে 'আইএমসি অ্যাক্ট' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর ধারা ১০(ক) এর অধীনে মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার (এরপরে 'এমসিআই' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) কাছে একটি আবেদন করেছিল।

প্রথম ব্যাচের অনুমতি ৩০.০৬.২০১১-এ ২০১১-১২ বছরে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী একাডেমিক বছরগুলিতে অর্থাৎ ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪, আবেদনকারী কলেজকে অনুমতি পুনর্নবীকরণ করা হয়নি, কারণ আবেদনকারী কলেজটি এমসিআই দ্বারা পরিচালিত পরিদর্শনে ত্রুটিপূর্ণ ছিল। ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য, আবেদনকারীকে ২০১৪ সালের ডবলুপি (দেওয়ানী) নং ৪৬৯-এ প্রদত্ত এই আদালতের আদেশ অনুসারে অনুমতিপত্র (এলওপি) দেওয়া হয়েছিল। এরপর, ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য আবেদনকারীকে আর কোনও অনুমতি নবায়ন করা হয়নি। আবেদনকারী কলেজ ২০১৫ সালে আইএমসি আইনের ধারা ১১ এর অধীনে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য আবেদন করে। আবেদনকারী কলেজ আইএমসি আইনের ধারা ১১ এর অধীনে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে কিনা তা নির্ধারণের জন্য, আইএমসি তিনটি পরিদর্শন পরিচালনা করে। প্রথম পরিদর্শনটি ১৬.১২.২০১৫ তারিখে পরিচালিত হয়, তারপরে ২৫/২৬.০২.২০১৬ তারিখে এবং তৃতীয়টি ১৬.০৩.২০১৬ তারিখে পরিচালিত হয়।

২) এমসিআই কর্তৃক পরিচালিত তিনটি পরিদর্শনেই আবেদনকারী কলেজে ত্রুটি পাওয়া গেছে। এমসিআই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে কলেজটি ১০০% পর্যন্ত ত্রুটিযুক্ত। তাই, এমসিআই কেন্দ্রীয় সরকারকে আইএমসি আইনের ১১ ধারার অধীনে আবেদনকারী কলেজকে স্বীকৃতি না দেওয়ার জন্য সুপারিশ করেছে। এমসিআই অন্যান্য কলেজের ক্ষেত্রেও একই রকম সুপারিশ করেছে। ওই মেডিকেল কলেজগুলি রিট পিটিশনের একটি ব্যাচ দাখিল করে এই আদালতের কাছে আবেদন করেছে। এই আদালত মডার্ন ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য[১] মামলায় সাংবিধানিক বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের অধীনে গঠিত তদারকি কমিটি দ্বারা বিষয়গুলি পরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছে। অবশেষে, তদারকি কমিটি এমসিআইকে পরিদর্শন পরিচালনা করার নির্দেশ দিয়েছে এবং আরও নির্দেশ দিয়েছে যে যদি মেডিকেল কলেজগুলিতে ত্রুটি পাওয়া যায়, তবে তাদের দুই বছরের জন্য নিষিদ্ধ করা হবে। আবেদনকারী কলেজের ক্ষেত্রেও এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমসিআই ০৭.০৩.২০১৭ তারিখে আবেদনকারী কলেজের নতুন পরিদর্শন করে এবং আবারও আবেদনকারী কলেজের ত্রুটি খুঁজে পায় এবং তদনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদনকারী কলেজকে ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষের জন্য অনুমোদিত ভর্তির বিপরীতে শিক্ষার্থী ভর্তি থেকে নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করে। কেন্দ্রীয় সরকার ৩১.০৫.২০১৭ তারিখের আদেশে আবেদনকারী কলেজটিকে ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষের জন্য দুটি শিক্ষাবর্ষের জন্য নিষিদ্ধ করে।

১) (২০১৬) ৭ এসসিসি ৩৫৩।

আবেদনকারী ২০১৭ সালের ৪২৩ নং রিট পিটিশনে (দেওয়ানি) এই আদেশ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। ১০.৫.২০১৮ তারিখের আদেশে, এই আদালত ২০১৭ সালের রিট পিটিশন (দেওয়ানি) নং ৪২৩ খারিজ করে দেয়।

৩) বর্তমান রিট আবেদনটি আইনের অধীনে প্রণীত প্রতিষ্ঠার মেডিকেল কলেজ প্রবিধান, ১৯৯৯ (এর পরে "নিয়মাবলী" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) সহ পঠিত আইএমসি আইনের ধারা ১০ক এর অধীনে উত্তরদাতা নং ১ কর্তৃক আবেদনকারী কলেজকে জারি করা ০৭.১২.২০১০ এবং ১৫.০২.২০১১ তারিখের অপরিহার্যতা শংসাপত্র প্রত্যাহারের বিষয়ে প্রশ্ন তোলে। প্রবিধানগুলি একটি মেডিকেল কলেজ খোলার জন্য আবেদন করার জন্য যোগ্যতার মানদণ্ড নির্ধারণ করে। প্রয়োজনীয় যোগ্যতার মধ্যে একটি হ 'ল একজন ব্যক্তিকে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয়তা শংসাপত্র গ্রহণ করতে হবে যেখানে কলেজটি ফর্ম ২-এ অবস্থিত হওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৪) ১৩.০৭.২০১৭ তারিখে, এমসিআই একটি অস্বাভাবিক অনুরোধ করে পাঞ্জাব সরকারের সচিবকে একটি চিঠি লিখে জানায় যে, সংশ্লিষ্ট কলেজটি বন্ধ করে দেওয়া হলে এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক অপরিহার্যতা শংসাপত্র প্রত্যাহার করা হলেই কেবল তারা ব্যবস্থা নেবে। পঞ্জাব সরকার ২৪.৭.২০১৭ তারিখের চিঠিতে জানিয়েছে যে তারা বিভিন্ন কারণে প্রয়োজনীয়তার শংসাপত্র প্রত্যাহার করার মতো অবস্থানে নেই। রাজ্য সরকার জানিয়েছে যে পঞ্জাব রাজ্যে ডাক্তার-রোগীর অনুপাত প্রায় ১:১৪৪০ যেখানে এমসিআই নিয়ম অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অনুপাত হল ১:১০০০। তাঁরা বলেন যে তাঁরা রাজ্যে পাঁচটি নতুন মেডিকেল কলেজ খোলার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এই পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয়তার অভাব রয়েছে বলে এই সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। তাঁরা আরও বলেন যে আবেদনকারী কলেজ থেকে শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হবে না এবং এটি শিক্ষার্থীদের স্বার্থের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে। তাঁরা প্রয়োজনীয়তার শংসাপত্র প্রত্যাহারের উপর জোর না দিয়ে অন্যান্য রাজ্যের মেডিকেল কলেজগুলিতে শিক্ষার্থীদের স্থানান্তরের সুবিধার্থে অনুমতি চেয়েছিলেন। এইভাবে রাজ্য প্রয়োজনীয়তার শংসাপত্র প্রত্যাহার করতে অস্বীকার করে।

৫) যাইহোক, যে কারণগুলি স্পষ্ট নয়, রাজ্য আবেদনকারীকে প্রয়োজনীয়তার শংসাপত্র কেন প্রত্যাহার করা উচিত নয় তার কারণ দেখানোর জন্য ০৩.০৫.২০১৭ তারিখের পূর্ববর্তী কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তির কার্যধারার উপর নির্ভর করে, ঠিক বিপরীত কাজ করার জন্য। তারা ০১.১১.২০১৭ তারিখের একটি আদেশ পাস করে এবং বলে যে কলেজটি ঘাটতিগুলি অপসারণের জন্য ফাঁপা দাবি করেছে এবং প্রয়োজনীয়তার শংসাপত্র কেন প্রত্যাহার করা উচিত নয় তার কারণ দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। যদিও ব্যক্তিগত শুনানির বেশ কয়েকটি সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, কলেজটি পরিদর্শন প্রতিবেদনের ফলাফলগুলি প্রত্যাখ্যান করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ক্রমাগত ত্রুটি খুঁজে পাওয়ার পর, রাজ্য সরকার অপরিহার্যতা শংসাপত্র প্রত্যাহারের নির্দেশ দেয়।

৬) এই মুহূর্তে, আমরা এটি স্পষ্ট করে দিতে পারি যে আবেদনকারী কলেজের কার্যকারিতার ত্রুটিগুলি পর্যবেক্ষণ করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের আদেশে কোনও দোষ খুঁজে পাওয়া যায় না। এই ঘাটতিগুলির ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের ৩১.০৫.২০১৭ তারিখের আদেশে আবেদনকারী কলেজটিকে দুই বছরের জন্য কোনও নতুন ভর্তির ক্ষেত্রে বাধা দেওয়া হয়েছে। উপরে বর্ণিত হিসাবে, এই আদালত এই আদেশে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করেছে এবং সেই অনুযায়ী, ২০১৭ সালের রিট পিটিশন (দেওয়ানী) নং ৪২৩ খারিজ করা হয়েছে।

৭) আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী মুকুল রোহতাগি অবশ্য যুক্তি দিয়েছিলেন যে একবার মঞ্জুর হওয়ার পরে প্রয়োজনীয়তার শংসাপত্র প্রত্যাহার করার ক্ষমতা রাজ্যের নেই। বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবীর মতে, কোনও রাজ্যে একটি নতুন মেডিকেল কলেজ খোলার প্রয়োজনীয়তা প্রত্যয়িত করার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয়তার শংসাপত্র জারি করা হয়। একবার এই ধরনের প্রয়োজন প্রত্যয়িত হয়ে গেলে এবং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে, জালিয়াতির ভিত্তিতে ছাড়া আইএমসি আইন বা প্রবিধান দ্বারা এই জাতীয় শংসাপত্র প্রত্যাহার করার কোনও ক্ষমতা দেওয়া হয় না।

৮) জমা দেওয়ার গুণাবলীতে যাওয়ার আগে, এটা বলা গুরুত্বপূর্ণ যে রাজ্য সরকার এম. সি. আই-এর নির্দেশে প্রয়োজনীয়তার শংসাপত্র প্রত্যাহার করেছে বলে মনে হয়। এটি উপরে উল্লিখিত ১৩.০৭.২০১৭ তারিখের চিঠি থেকে স্পষ্ট। এটি নিজেই রাজ্য কর্তৃক অপরিহার্যতা শংসাপত্র প্রত্যাহারকে বিকৃত করবে, যেমন অনিরুদ্ধসিংহজি করণসিংহজি জাদেজা বনাম গুজরাট রাজ্য[২] এবং দীপক বাবারিয়া বনাম গুজরাট রাজ্য[৩]। ওয়েড এবং ফোরসিথের প্রশাসনিক আইনের দশম সংস্করণের ২৬৯ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে সংক্ষেপে এই ধরণের কর্মকাণ্ডের পাপ সম্পর্কে বলা হয়েছে:

"প্রতিনিধিদলের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ, এবং কিছু ক্ষেত্রে এর থেকে খুব কমই আলাদা করা যায়, এমন কোনও ব্যবস্থা যার দ্বারা একটি কর্তৃত্বের উপর প্রদত্ত ক্ষমতা অন্যের দ্বারা প্রয়োগ করা হয়। যথাযথ কর্তৃপক্ষ তার ক্ষমতা অন্য কারও সাথে ভাগ করে নিতে পারে, বা অন্য কাউকে তাদের সম্মতি ছাড়াই কাজ করতে অস্বীকার করে বা তাদের ইচ্ছা বা নির্দেশাবলী জমা দিয়ে এটি নির্দেশ করার অনুমতি দিতে পারে। এর ফলে সংসদ কর্তৃক প্রদত্ত বিচক্ষণতা, অন্তত আংশিকভাবে, ভুল কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রয়োগ করা হয় এবং ফলস্বরূপ সিদ্ধান্তটি ক্ষমতাচ্যুত এবং অকার্যকর হয়। এই নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে আদালতগুলি এতটাই কঠোর যে তারা এমন কিছু প্রশাসনিক ব্যবস্থার নিন্দা করে যা যারা তৈরি করে তাদের কাছে অবশ্যই বেশ স্বাভাবিক এবং যথাযথ বলে মনে হবে।"

২) (১৯৯৫) ৫ এসসিসি (২০১৪) ৩০২।

৩) (২০১৪) ৩ এসিসি ৫০২।

৯) বর্তমান ডব্লিউপি-তে যে সমস্যাটি দেখা দেয় তা হলঃ

রাজ্য সরকারের একবার মঞ্জুর হওয়া প্রয়োজনীয়তার শংসাপত্র প্রত্যাহার করার ক্ষমতা আছে কি না এবং তা করার ক্ষমতা আছে কি না, তা আইন এবং তার অধীনে প্রণীত প্রবিধানের পরিপন্থী।

এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার কারণ প্রয়োজনীয়তার শংসাপত্র প্রত্যাহারের জন্য রাজ্য কর্তৃক গৃহীত ক্ষমতার ফলে একটি রাজ্যের চিকিৎসা শিক্ষার উপর মারাত্মক প্রভাব পড়ে, যা শুধুমাত্র আই. এম. সি আইন দ্বারা এবং তার অধীনে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

প্রয়োজনীয়তার শংসাপত্র

১০) অতএব, প্রয়োজনীয়তার উৎসটি দেখা প্রয়োজন যে একটি কলেজের অবশ্যই এর আগে একটি প্রয়োজনীয়তার শংসাপত্র থাকতে হবে। এটি প্রতিষ্ঠার জন্য অনুমতি পায়। প্রয়োজনীয়তার শংসাপত্রের প্রয়োজনীয়তা আরোপ করে এমন আইন প্রণয়নকারী প্রকল্পটি নিম্নরূপঃ-

আইএমসি আইনের ধারা ১০ক[৪] অনুসারে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা বা নতুন কোন শিক্ষাক্রম বা প্রশিক্ষণ শুরু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব অনুমতি প্রয়োজন।

৪) ১০ (ক) নতুন মেডিকেল কলেজ, নতুন অধ্যয়ন কোর্স স্থাপনের অনুমতি--

(১) এই আইনে অথবা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন:-

(ক) কোন ব্যক্তি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করবেন না অথবা

(খ) কোন মেডিকেল কলেজ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি করবে না:-

(i) একটি নতুন বা উচ্চতর অধ্যয়ন বা প্রশিক্ষণ কোর্স (স্নাতকোত্তর অধ্যয়ন বা প্রশিক্ষণ কোর্স সহ) খুলতে পারে যা এই ধরণের কোর্স বা প্রশিক্ষণের একজন শিক্ষার্থীকে যেকোনো স্বীকৃত চিকিৎসা যোগ্যতা অর্জনের জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম করবে: অথবা

(ii) যেকোনো অধ্যয়ন বা প্রশিক্ষণ কোর্সে (স্নাতকোত্তর অধ্যয়ন বা প্রশিক্ষণ কোর্স সহ) এর ভর্তির ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে:

এই ধারার বিধান অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত।

ব্যাখ্যা ১-. এই ধারার উদ্দেশ্যে, "ব্যক্তি" বলতে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনও বিভাগকে বোঝায় কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারকে অন্তর্ভুক্ত করে না।

ব্যাখ্যা ২.-এই ধারার উদ্দেশ্যে কোনও মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন বা প্রশিক্ষণের (স্নাতকোত্তর অধ্যয়ন বা প্রশিক্ষণ সহ) যে কোনও কোর্সের ক্ষেত্রে "ভর্তির ক্ষমতা" বলতে সেই কোর্সে ভর্তির জন্য কাউন্সিল কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত সর্বোচ্চ সংখ্যক শিক্ষার্থীকে বোঝায়।

(২) (ক) প্রত্যেক ব্যক্তি বা মেডিকেল কলেজ, উপ-ধারা (১) এর অধীনে অনুমতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে, ধারা (খ) এর বিধান অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি প্রকল্প জমা দেবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার তার সুপারিশগুলির জন্য এই প্রকল্পটি কাউন্সিলের কাছে পাঠাবে।

(৬) (খ) প্রকরণ (ক) তে উল্লিখিত প্রকল্পটি এমন আকারে হবে এবং এতে এমন বিবরণ থাকবে এবং সেই পদ্ধতিতে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং নির্ধারিত ফি সহ সংযুক্ত থাকতে হবে।

প্রতিটি ব্যক্তি বা মেডিকেল কলেজকে অবশ্যই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নির্ধারিত হিসাবে একটি প্রকল্প জমা দিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার তখন এই প্রকল্পটি তার সুপারিশগুলির জন্য এমসিআই-এর কাছে পাঠায়। মেডিকেল কাউন্সিলকে এই প্রকল্পটি বিবেচনা করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে সন্তুষ্ট করতে হবে এবং ত্রুটি থাকলে তা দূর করার পর, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করতে হবে।

৩) উপ-ধারা (২) এর অধীনে কাউন্সিল কর্তৃক একটি প্রকল্প প্রাপ্তির মাধ্যমে কাউন্সিল তার দ্বারা প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত অন্যান্য বিবরণ ভার্সন বা প্রতিষ্ঠিত মেডিকেল কলেজের কাছ থেকে পেতে পারে এবং তারপরে, এটি-

(ক) যদি পরিকল্পনাটি ত্রুটিপূর্ণ হয় এবং এতে কোনও প্রয়োজনীয় বিবরণ না থাকে, তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কলেজকে লিখিতভাবে উপস্থাপনের জন্য যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দিন এবং কাউন্সিল কর্তৃক নির্দিষ্ট ত্রুটি, যদি থাকে, সংশোধন করার জন্য এই ব্যক্তি বা মেডিকেল কলেজের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

(খ) খ) উপ-ধারা (৭) এ উল্লিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করে প্রকল্পটি বিবেচনা করবেন এবং তার সুপারিশ সহ প্রকল্পটি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জমা দেবেন।

(৪) কেন্দ্রীয় সরকার উপ-ধারা (৩)-এর অধীনে পরিকল্পনা এবং কাউন্সিলের সুপারিশগুলি বিবেচনা করার পরে এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কলেজের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত অন্যান্য বিবরণ প্রাপ্তির পরে এবং উপ-ধারা (৭)-এ উল্লিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করে, হয় ৪টি অনুমোদন করতে পারে (যদি কোনও শর্ত থাকে, যা এটি প্রয়োজনীয় বলে মনে করতে পারে) বা প্রকল্পটিকে অস্বীকার করতে পারে এবং এই জাতীয় কোনও অনুমোদন উপ-ধারার অধীনে অনুমতি হবেঃ

শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কলেজকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়া ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার কোনও প্রকল্প অনুমোদন করবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, এই উপধারার কোনও কিছুই কোনও ব্যক্তি বা 'মেডিকেল কলেজ, যার প্রকল্পটি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়নি, তাকে একটি ফিশ প্রকল্প জমা দিতে বাধা দেবে না এবং এই ধারার বিধানগুলি এই ধরনের প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যেন এই ধরনের প্রকল্পটি প্রথমবার উপ-ধারা (১), এর অধীনে জমা দেওয়া হয়েছে।

(৫) উপ-ধারা (১) এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রকল্পটি জমা দেওয়ার তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত কোনও আদেশ প্রকল্পটি জমা দেওয়া ব্যক্তি বা কলেজকে জানানো হয়নি, তবে এই প্রকল্পটি যে ফর্মে জমা দেওয়া হয়েছিল সেই ফর্মটিতে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে বলে মনে করা হবে এবং তদনুসারে, উপ-ধারা (১) এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনীয় অনুমতিও মঞ্জুর করা হয়েছে বলে মনে করা হবে।

(৬) উপ-ধারা (৫)-এ নির্দিষ্ট সময়সীমা গণনা করার সময়, প্রকল্পটি জমা দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কলেজ কর্তৃক গৃহীত সময়, কাউন্সিল বা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আহ্বান করা কোনও বিবরণ জমা দেওয়ার সময়, বাদ দেওয়া হবে।

(৭) উপ-ধারা (৩)-এর প্রকরণ (খ)-এর অধীনে সুপারিশ করার সময় পরিষদ এবং কেন্দ্রীয় সরকার, উপ-ধারা (৪)-এর অধীনে প্রকল্পটি অনুমোদন বা অস্বীকার করে একটি আদেশ পাস করার সময়, নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি যথাযথ সম্মান রাখবে, যথাঃ-

(ক) প্রস্তাবিত মেডিকেল কলেজ হোক বা বিদ্যমান মেডিকেল কলেজ, যেটি নতুন বা উচ্চতর কোর্স বা প্রশিক্ষণ খুলতে চাইছে, সে ধারা ১৯ক এর অধীনে কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত চিকিৎসা শিক্ষার ন্যূনতম মান প্রদানের অবস্থানে থাকবে, অথবা, ক্ষেত্র বিশেষে, ধারা ২০ এর অধীনে স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষার ক্ষেত্রে।

কেন্দ্রীয় সরকার, প্রকল্পটি প্রাপ্তির পরে, শর্তসাপেক্ষে এটি অনুমোদন করতে পারে বা প্রকল্পটি অস্বীকার করতে পারে। অনুমোদন আইএমসি আইনের ধারা ১০ক-এর উপ-ধারা (৪) এর মাধ্যমে অনুমতি গঠন করে।

১১) এইভাবে আই. এম. সি আইন দ্বারা একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রদান করা হয়েছে। আই. এম. সি আইনের ৩৩ ধারার সঙ্গে পাঠ করা ১০ক ধারার অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে উপরে উল্লিখিত প্রবিধানগুলি যোগ্যতার মানদণ্ড নির্ধারণ করে। এই মানদণ্ডগুলি একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার অনুমতির জন্য আবেদন করার যোগ্যতা নির্ধারণ করে। একটি মানদণ্ড হল যে ব্যক্তি একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহী তাকে প্রবিধানের ফর্ম ২-এ নির্ধারিত প্রয়োজনীয়তার শংসাপত্র পেতে হবে, যাতে প্রমাণিত করা হয় যে প্রস্তাবিত স্থানে প্রস্তাবিত মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য রাজ্য সরকার/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রশাসনের কোনও আপত্তি নেই এবং পর্যাপ্ত ক্লিনিকাল সামগ্রীর প্রাপ্যতা রয়েছে।

১২) যে ফর্ম ২-এ এসেনশিয়ালিটি সার্টিফিকেট পেতে হবে, সেখানে প্রস্তাবিত কলেজ প্রতিষ্ঠা ন্যায্য কিনা তা নির্ধারণের জন্য প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত তথ্যগুলি নির্দেশ করা হয়েছে।

(খ) যে ব্যক্তি একটি মেডিকেল কলেজ বা বিদ্যমান মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে চান, তিনি নতুন করে পড়াশোনা বা প্রশিক্ষণের উচ্চতর কোর্স খুলতে চান বা ভর্তির ক্ষমতা বাড়াতে চান, তার পর্যাপ্ত আর্থিক সংস্থান রয়েছে কি না;

(গ) মেডিকেল কলেজের সুষ্ঠু কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য, নতুন কোর্স পরিচালনা করার জন্য, অধ্যয়নের জন্য, প্রশিক্ষণের জন্য অথবা বর্ধিত ভর্তির ক্ষমতার জন্য কর্মী, সরঞ্জাম, আবাসন, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছে কিনা, অথবা প্রকল্পে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে প্রদান করা হবে কিনা।

(ঘ) এই ধরনের মেডিকেল কলেজ বা অধ্যয়ন বা প্রশিক্ষণ কোর্সে যোগদানের সম্ভাবনা বা সম্ভাব্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনা করে অথবা বর্ধিত ভর্তির ক্ষমতার ফলে পর্যাপ্ত হাসপাতালের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছে কিনা, অথবা প্রকল্পে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রদান করা হবে কিনা;

(ঙ) স্বীকৃত চিকিৎসা যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা এই ধরনের মেডিকেল কলেজ বা অধ্যয়নের কোর্সে যোগদানের সম্ভাবনা রয়েছে এমন শিক্ষার্থীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য কোনও ব্যবস্থা বা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে কিনা;

(চ) চিকিৎসা অনুশীলনের ক্ষেত্রে জনবলের প্রয়োজনীয়তা;

(ছ) নির্ধারিত অন্য যেকোনো বিষয়।

(৮) যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার এই ধারার অধীনে কোনও প্রকল্প অনুমোদন বা বাতিল করার আদেশ দেয়, সেখানে আদেশের একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কলেজকে জানাতে হবে।

৫) (৩) প্রস্তাবিত স্থানে প্রস্তাবিত মেডিকেল কলেজ স্থাপনের জন্য রাজ্য সরকার/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রশাসনের অনাপত্তি এবং কাউন্সিলের বিধি অনুসারে পর্যাপ্ত ক্লিনিকাল উপকরণের প্রাপ্যতা সম্পর্কিত ফর্ম ২-এ প্রয়োজনীয়তা শংসাপত্র, ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রশাসনের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন।

ক) একটি প্রস্তাবিত কলেজ প্রতিষ্ঠা ন্যায়সঙ্গত। এই কারণগুলি হলঃ ~

(১) রাজ্যে ইতিমধ্যে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা।

(২) উপলব্ধ আসনের সংখ্যা অথবা বছরে ডাক্তারদের সংখ্যা।

(৩) রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলে নিবন্ধিত ডাক্তারের সংখ্যা।

(৪) সরকারি চাকরিতে কর্মরত চিকিৎসকের সংখ্যা।

(৫) সরকারি পদের সংখ্যা শূন্য এবং গ্রামীণ/দুর্গম এলাকায়।

(৬) এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নিবন্ধিত চিকিৎসকের সংখ্যা।

(৭) রাজ্যে চিকিৎসক জনসংখ্যার অনুপাত।

(৮) এই কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে রাজ্যে যোগ্য চিকিৎসা কর্মীর অভাবের সমস্যা কীভাবে সমাধান হবে এবং রাজ্যে এই ধরনের চিকিৎসা জনবলের প্রাপ্যতা কীভাবে উন্নত হবে।

(৯) রাজ্যে বসবাস না করা ছাত্রছাত্রীদের রাজ্যে ভর্তির ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কর্তৃক আরোপিত বিধিনিষেধ, যদি থাকে, তা নির্দিষ্ট করা হবে।

(১০) প্রস্তাবিত কলেজ খোলার সম্পূর্ণ যৌক্তিকতা।

(১১) ডাক্তার-রোগীর অনুপাত অর্জনের প্রস্তাব।

১৩) সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারকে প্রত্যয়িত করতে হবে যে জনস্বার্থে নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সহ একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য একটি প্রয়োজনীয়তা শংসাপত্র জারি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং আরও যে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান সম্ভব। গুরুত্বপূর্ণভাবে, রাজ্য সরকারকে এই প্রত্যয়ন করতে হবে যে যদি আবেদনকারী এমসিআই নিয়ম অনুসারে মেডিকেল কলেজের জন্য পরিকাঠামো তৈরি করতে ব্যর্থ হন এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নতুন ভর্তি বন্ধ করা হয়, তাহলে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি নিয়ে কলেজে ইতিমধ্যে ভর্তি হওয়া আসনগুলির দায়িত্ব গ্রহণ করবে। বিজ্ঞপ্তির সংশোধনীর জন্য একটি ঘোষণাও প্রয়োজন যে আবেদনকারীর পর্যাপ্ত জমির মালিকানা এবং মালিকানা আছে যেখানে জমির অকৃষি ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে এবং যেখানে একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা যেতে পারে। এছাড়াও একটি ঘোষণাও প্রয়োজন যে হাসপাতাল এবং মেডিকেল কলেজকে সমাপ্তির শংসাপত্র/ভবন ব্যবহারের শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে।

১৪) এইভাবে অপরিহার্যতার শংসাপত্রটি প্রমাণ করে যে নির্দিষ্ট বিষয়গুলি বিবেচনা করে জনস্বার্থে রাজ্যে প্রস্তাবিত কলেজ খোলা অপরিহার্য।

উপরন্তু, আবেদনকারীর কাছে এটি চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় জমি এবং ভবন রয়েছে। যা লক্ষণীয় তা হল আইনের প্রয়োজন যে একজন আবেদনকারীর অবশ্যই রাজ্য সরকারের কাছ থেকে একটি প্রয়োজনীয়তার শংসাপত্র থাকতে হবে যাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে তার দ্বারা প্রস্তাবিত একটি মেডিকেল কলেজ থাকা অপরিহার্য। এর উদ্দেশ্য হল, এমন একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা রোধ করা যেখানে কোনওটিরই প্রয়োজন নেই বা অনেকগুলি মেডিকেল কলেজের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা রোধ করা।

১৫) সুতরাং, একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার অনুমতির জন্য আইন প্রণয়নকারী প্রকল্পটি একটি যোগ্যতার মানদণ্ড হিসাবে নির্ধারণ করে যে, আবেদনকারীর অবশ্যই রাজ্য সরকার কর্তৃক জারি করা একটি প্রয়োজনীয়তা শংসাপত্র থাকতে হবে। রাজ্য সরকার এই আইনের অধীনে বিধানিক প্রকল্পের অংশ হিসাবে প্রস্তাবিত মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা প্রত্যয়িত করে। এটি রাজ্য আইন সহ অন্য কোনও আইনের অধীনে তা করে না। প্রয়োজনীয়তা শংসাপত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য হল ১০ক ধারার অধীনে কাজ করা কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি নতুন মেডিকেল কলেজ খোলার বা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি অবহিত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম করা। কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে, এর কার্যকারিতা এবং কার্যকারিতা এবং এমনকি এর কোর্সগুলির স্বীকৃতি বাতিল করা কেবল আইএমসি আইনের বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, অন্য কোনও আইন দ্বারা নয়। আই. এম. সি আইন, যা ভারতের সংবিধানের সপ্তম তফসিলের তালিকা-১-এর এন্ট্রি ৬৬-এর অধীনে একটি আইন, এটি একটি সম্পূর্ণ কোড যা শিক্ষার মান বজায় রাখা এবং এমনকি মেডিকেল কলেজগুলির স্বীকৃতি বাতিল সহ প্রতিষ্ঠান, কার্যকারিতা পরিচালনা করে। ডঃ প্রীতি শ্রীবাস্তব বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য[৬]-এর মামলায় সংসদ ৬৬ নম্বর এন্ট্রির অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে আইএমসি আইন প্রণয়ন করেছে, তাই সমকালীন তালিকার ২৫ নম্বর এন্ট্রির অধীনে চিকিৎসা শিক্ষার উপর আইন প্রণয়নের আইনসভার ক্ষমতা রাজ্যগুলিকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

১৬) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত মেডিকেল কলেজের অস্তিত্বের অবসান ঘটাতে পারে এমন কোনও ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য রাজ্য সরকার সহ যে কোনও কর্তৃপক্ষকে অনুমতি দেওয়া অগ্রহণযোগ্য হবে। এটি রাজ্য সরকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে করতে পারে না। উপরন্তু, প্রয়োজনীয়তা শংসাপত্রের উদ্দেশ্য কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রত্যয়িত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ যে একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। এটি এর বাইরে যায় না। অন্য কথায়, রাজ্য সরকার একবার সার্টিফিকেট দিলে যে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা ন্যায্য, পরবর্তী পর্যায়ে তারা বলতে পারে না যে কলেজ প্রতিষ্ঠার কোনও ন্যায্যতা ছিল না।

৬) (১৯৯৯) ৭ এসসিসি ১২০।

অবশ্যই, যে ব্যক্তি রাজ্য সরকারের আশ্বাসের ভিত্তিতে একটি এডিকাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন যে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান ন্যায়সঙ্গত, তাকে পরবর্তী পর্যায়ে বলা যাবে না যে তাকে এটি করার অনুমতি দেওয়ার কোনও যৌক্তিকতা ছিল না। উপরন্তু, এটি প্রতীয়মান হয় যে একটি প্রয়োজনীয়তা শংসাপত্র জারি করার ক্ষমতা এমন একটি ক্ষমতা যা অবশ্যই একবার প্রয়োগ করা হলে তা শেষ হিসাবে গণ্য করা উচিত, অবশ্যই জালিয়াতির ক্ষেত্রে ব্যতীত। ন্যায্যতা ও ন্যায্যতা এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রতিরোধের নিয়মগুলি এই আদালতকে বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের অনুমতি দেয় না।

১৭) এই ক্ষেত্রে, প্রয়োজনীয়তার শংসাপত্র বাতিল করার জন্য রাষ্ট্রের দেওয়া কারণগুলি কোনও মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার সাথে প্রাসঙ্গিক বা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তারা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি মেডিকেল কলেজের কার্যকারিতার ত্রুটিগুলির কথা উল্লেখ করে। তাদের প্রকৃতির কারণে ত্রুটিগুলি নিরাময়যোগ্য এবং দূর করা যেতে পারে। রাজ্য সরকারকে একটি অপরিহার্যতা শংসাপত্র প্রত্যাহার করার অনুমতি দেওয়া এবং বলা যে কলেজ থাকা আর অপরিহার্য নয়, তা চরম স্বেচ্ছাচারিতার দিকে পরিচালিত করবে কারণ যুক্তিসঙ্গতভাবে যদি ত্রুটিগুলি দূর করা হয় তবে মেডিকেল কলেজের অস্তিত্ব আবার ন্যায্য হবে। একটি কলেজের ন্যায্য অস্তিত্ব এবং একটি বিদ্যমান কলেজের অনিয়মিত/অবৈধ কার্যকারিতার প্রশ্নটি জিনিসের একটি ভিন্ন ক্রম অনুসারে এবং একে মিশ্রিত করা যাবে না। একটি শংসাপত্র কিছু নির্দিষ্ট শর্তাবলী প্রত্যয়িত কর্তৃপক্ষের দ্বারা একটি গম্ভীর বিবৃতি গঠন করে। এই ধরনের শংসাপত্রের উপর কাজ করা ব্যক্তিরা ধরে নিতে পারেন যে শংসাপত্র নিশ্চিত করবে এবং বহিরাগত কারণে তাদের পায়ের নিচ থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে না। আমরা দেখতে পাই যে অপরিহার্যতা শংসাপত্র প্রত্যাহারের কোনও কারণই উপরে পুনরুত্পাদিত নির্ধারিত ফর্ম **2**-এ সত্য হিসাবে প্রত্যয়িত বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত নয়।

রাজ্য কর্তৃক ফর্ম ২-এ প্রবর্তিত শর্তাবলীর প্রতি বিরোধিতা

১৮) রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মূলত যুক্তি দেওয়া হয় যে, অপরিহার্যতা শংসাপত্রে আরোপিত নির্দিষ্ট শর্তাবলী রাজ্য সরকারকে অপরিহার্যতা শংসাপত্র প্রত্যাহার করার ক্ষমতা দেয় এবং ০৭.১২.২০১০ তারিখের অপরিহার্যতা শংসাপত্রে অন্তর্ভুক্ত নিম্নলিখিত শর্তাবলীর অধীনে সংরক্ষিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে শংসাপত্রটি প্রত্যাহার করা হয়েছে:-

"**vii)** প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ইনস্টিটিউটের পরিদর্শন বার্ষিক ভিত্তিতে করা হবে। এরপর, তিন বছর পর পর পর্যায়ক্রমিকভাবে পরিদর্শন করা হবে।"

xi) ট্রাস্ট/সোসাইটি/আবেদনকারী যদি এতে থাকা কোনও শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে পাঞ্জাব সরকারের কাছে অপরিহার্যতা শংসাপত্র/অনাপত্তি শংসাপত্র প্রত্যাহার করার অধিকার থাকবে।[৭]

১৯) প্রবীণ আইনজীবী শ্রী রোহতাগি বলেন যে, রাজ্য সরকার নিজে থেকে শর্ত সংখ্যা (সপ্তম) এবং (একাদশ) পুনরুত্পাদন (উপরোক্ত) চালু করেছে; এগুলি প্রবিধানের অধীনে নির্ধারিত ফর্ম ২-এ নেই। অন্য কথায়, এমসিআই আইন এবং প্রবিধানগুলি রাজ্য সরকারকে মেডিকেল কলেজ পরিদর্শন বা প্রয়োজনীয়তার শংসাপত্র প্রত্যাহার করার কোনও ক্ষমতা প্রদান করে না এবং রাজ্য এই ক্ষমতাগুলি নিজের কাছে অহংকার করার চেষ্টা করেছে। অভিযুক্ত প্রবীণ আইনজীবী অনুসারে, এই শর্তগুলি আইন এবং প্রবিধানের বিধানগুলির পরিপন্থী।

২০) শর্ত নং (৬)-এর উপর নির্ভর করে, পাঞ্জাব রাজ্যের আইনজীবি, সুশ্রী উত্তরা বব্বর বলেন যে, রাজ্য সরকারের পরিদর্শন করার ক্ষমতা রয়েছে, কারণ এটি এমসিআই দ্বারা বন্ধ হওয়া কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য দায়বদ্ধ। যদি এই ধরনের পরিদর্শনগুলি কোনও ঘাটতি প্রকাশ করে, তবে রাজ্য প্রয়োজনীয়তার শংসাপত্র প্রত্যাহারের অধিকারী। এই জমা গ্রহণ করা যায় না, আইএমসি আইন এবং প্রবিধানগুলি যার অধীনে রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয়তার শংসাপত্র জারি করার কথা বলে, যে কোনও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, কলেজ বা হাসপাতালে যেখানে কোনও চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হয়, সেখানে আইএমসি আইনের ১৭[৮] এবং ১৮[৯] "ধারার অধীনে পরিদর্শক/পরিদর্শকদের পরিদর্শন করার ক্ষমতা প্রদান করে।

৭) অপরিহার্যতার শংসাপত্র তারিখ ০৭.১২.২০১০।

৮) ১৭) পরীক্ষার পরিদর্শন (১) কমিটি, বিশ্ববিদ্যালয় বা চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত চিকিৎসা যোগ্যতার স্বীকৃতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে সুপারিশ করার প্রস্তাবের জন্য, যে কোনও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, কলেজ, হাসপাতাল বা অন্য কোনও প্রতিষ্ঠান যেখানে চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হয়, সেখানে পরিদর্শন করার জন্য অথবা যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় বা চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান দ্বারা অনুষ্ঠিত কোনও পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করে এমন সংখ্যক চিকিৎসা পরিদর্শক নিয়োগ করবে।

(২) মেডিকেল ইন্সপেক্টররা কোনও টেনিং বা পরীক্ষা পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করবেন না, তবে মেডিকেল শিক্ষা দেওয়ার জন্য সংরক্ষিত কর্মী, সরঞ্জাম, বাসস্থান, প্রশিক্ষণ সুবিধা সহ মেডিকেল শিক্ষার পর্যাপ্ত মান বা তারা যে পরীক্ষায় অংশ নেন তার পর্যাপ্ততা সম্পর্কে কমিটির কাছে রিপোর্ট করবেন।

৯) ১৮) পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী দর্শনার্থীরা (১) কাউন্সিল যে কোনও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, কলেজ, হাসপাতাল বা অন্য কোনও প্রতিষ্ঠান যেখানে চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হয়, পরিদর্শন করতে বা স্বীকৃত চিকিৎসা যোগ্যতা প্রদানের উদ্দেশ্যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় বা চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুষ্ঠিত কোনও পরীক্ষায় অংশ নিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দর্শনার্থী নিয়োগ করতে পারে।

২১) রাজ্যের পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী কোনও রাজ্য সরকার/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রশাসনকে আইন বা প্রবিধান দ্বারা প্রদত্ত পরিদর্শনের কোনও ক্ষমতা নির্দেশ করেননি। রাজ্য সরকার কেবল তার অঞ্চলগুলির মধ্যে একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার ন্যায্যতা প্রমাণ করার জন্য একটি প্রয়োজনীয়তা শংসাপত্র জারি করার উদ্দেশ্যে প্রবিধান দ্বারা মনোনীত করা হয় এবং তাও যখন কোনও মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য কোনও রেসন দ্বারা যোগাযোগ করা হয়। রাজ্যের উপর সাধারণ পরিদর্শনের কোনও সরাসরি ক্ষমতা নেই এবং এই জাতীয় ক্ষমতাকে প্রবিধানগুলিতে পড়া যায় না বা কোনও স্পষ্টভাবে প্রদত্ত ক্ষমতা কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় হিসাবে বোঝানো যায় না যা বিদ্যমান নেই। প্রকৃতপক্ষে, এটা বোঝাও কঠিন হতে পারে যে আই. এম. সি আইন রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয়তার শংসাপত্র প্রদান সহ কোনও ক্ষমতা অর্পণ করেছে। আই. এম. সি আইনে কেবল একজন আবেদনকারীকে একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য রাজ্য সরকারের কাছ থেকে একটি প্রয়োজনীয়তার শংসাপত্র পেতে হয়। তবে, আইনটি সেই ফর্মটি নির্ধারণ করে যেখানে এই জাতীয় শংসাপত্র রাজ্য থেকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। উল্লেখযোগ্যভাবে, ফর্মটি পরিদর্শনের কোনও ক্ষমতা প্রদান করে না, যোগ্যতা মানদণ্ড হিসাবে রাজ্য দ্বারা প্রয়োজনীয়তার শংসাপত্রের প্রয়োজনীয়তা কোনও ক্ষমতার প্রতিনিধিদলকে বোঝাতে পারে না যা অবশ্যই স্পষ্ট এবং স্পষ্ট হতে হবে। অতএব, এটা স্পষ্ট যে এই ধরনের ক্ষমতা কোনও যৌক্তিকতা ছাড়াই রাজ্য দ্বারা অহঙ্কারী করা হয়েছে এবং সম্ভবত কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা প্রয়োগ করা ক্ষমতার সাথে দ্বন্দ্বের কারণ হতে পারে এবং সম্ভাব্যভাবে, পরস্পরবিরোধী পরিদর্শন প্রতিবেদনের ফলস্বরূপ। রাজ্য সরকার কর্তৃক আরোপিত শর্তটি তাই আই. এম. সি আইন এবং প্রবিধানের পরিপন্থী।

২২) পাঞ্জাব রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবী জমা দিয়েছিলেন যে যেহেতু প্রয়োজনীয়তা শংসাপত্রের জন্য রাজ্য সরকারকে কলেজটি হ্রাস পেলে শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে, তাই প্রয়োজনীয়তা শংসাপত্র প্রত্যাহারের অন্তর্নিহিত অধিকার রাজ্যকে অবশ্যই ধরে রাখতে হবে। এই যুক্তিটি অবশ্যই ভুল হিসাবে প্রত্যাখ্যান করতে হবে কারণ প্রয়োজনীয়তা শংসাপত্র প্রত্যাহারের ফলস্বরূপ কেবল কলেজটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং রাজ্যকে অবশ্যই অন্য প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের থাকার ভার বহন করতে হবে।

২) কাউন্সিলের সদস্য হোন বা না হোন, যে কোনও ব্যক্তিকে এই ধারার অধীনে পরিদর্শক হিসেবে নিযুক্ত করা যেতে পারে, তবে ধারা ১৭ এর অধীনে যে কোনও পরিদর্শন বা পরীক্ষার জন্য পরিদর্শক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে, তাকে একই পরিদর্শন বা পরীক্ষার জন্য পরিদর্শক হিসেবে নিযুক্ত করা যাবে না।

৩) .....

৪) ....

২৩) পাঞ্জাব রাজ্যের বিদ্বান আইনজীবী বলেন যে যেহেতু প্রয়োজনীয়তা শংসাপত্র প্রস্তাবিত মেডিকেল কলেজের জন্য পর্যাপ্ত ক্লিনিকাল উপাদানের প্রাপ্যতা প্রত্যয়িত করে, প্রবিধান অনুসারে, পর্যাপ্ত ক্লিনিকাল উপাদান রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য কলেজ প্রতিষ্ঠার পরেও রাজ্যের পরিদর্শনের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা রয়েছে এই জমা দেওয়া অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করতে হবে কারণ রাজ্যকে কেবলমাত্র মেডিকেল কলেজের প্রস্তাবের সময় পর্যাপ্ত ক্লিনিকাল উপাদান প্রত্যয়িত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে নয়। তবে আমরা জমা দেওয়া থেকে দেখতে পাই যে রাজ্য 'পর্যাপ্ত ক্লিনিকাল উপাদান' শব্দটির সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা করেছে। রাজ্যের মতে, "পর্যাপ্ত ক্লিনিকাল উপাদান" বলতে "মানুষ" অর্থাৎ ডাক্তার, রোগী, কর্মী ইত্যাদি বোঝায়। অন্যদিকে, চিকিৎসা শিক্ষার ক্ষেত্রে এই শব্দটি বোঝায় ভর্তির সংখ্যা, ছাড়ার সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যা, অস্ত্রোপচারের সংখ্যা, পদ্ধতির সংখ্যা, এক্স-রে এবং পরীক্ষাগারের তদন্ত সম্পর্কিত তথ্য। 'সুতরাং, প্রস্তাবিত মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার ন্যায্যতা প্রমাণ করার জন্য রাজ্যকে যা প্রত্যয়িত করতে হবে তা হল এই অঞ্চলে উপলব্ধ তথ্য। স্পষ্টতই, একটি মেডিকেল কলেজের অস্তিত্বকে ন্যায্যতা দেওয়ার উদ্দেশ্যে, রাজ্যের দাবি যে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার পরে অবশ্যই পরিদর্শন করার অধিকার থাকতে হবে, এটি দেখার জন্য যে পর্যাপ্ত সংখ্যক ডাক্তার, রোগী রয়েছে কিনা তা সম্পূর্ণরূপে ফাঁপা এবং ভিত্তিহীন।

<u>শর্ত নং XI</u>

২৪) রাজ্যের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে একটি শংসাপত্র জারি করার ক্ষমতা সাধারণ ধারা আইন, ১৯৮৭-এর ধারা ২১ দ্বারা বিবেচিত একই পদ্ধতিতে প্রত্যাহার করার ক্ষমতা বহন করে। উক্ত আইনের ধারা ২১ নিম্নরূপঃ-

"২১) বিজ্ঞপ্তি, আদেশ, বিধি বা উপ-আইনে সংযোজন, সংশোধন, পরিবর্তন বা বাতিল করার ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষমতা জারি করার ক্ষমতা-যেখানে কোনও [কেন্দ্রীয় আইন] বা প্রবিধান দ্বারা [বিজ্ঞপ্তি জারি] আদেশ, বিধি বা উপ-আইন জারি করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়, সেখানে সেই ক্ষমতার মধ্যে একটি ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত থাকে, যা একই পদ্ধতিতে প্রয়োগযোগ্য এবং অনুরূপ অনুমোদন এবং শর্ত সাপেক্ষে (যদি থাকে), [জারি করা] কোনও [বিজ্ঞপ্তি] আদেশ, বিধি বা উপ-আইনে যোগ, সংশোধন, পরিবর্তন বা বাতিল করার ক্ষমতা।

২৫) ধারা ২১-এর কোনও শংসাপত্রের জন্য কোনও আবেদন নেই কারণ একটি শংসাপত্র কোনও বিজ্ঞপ্তি নয়, সেই ধারা দ্বারা বিবেচিত কোনও আদেশ বা নিয়ম বা উপ-আইন নয়। এই আদালত বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে রায় দিয়েছে যে যেখানে কোনও সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষকে আধা বিচারিক কার্য সম্পাদনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়, যেমন কোনও রাজনৈতিক দলকে নিবন্ধন প্রদান করা বা আয়কর আইনের অধীনে একটি শংসাপত্র জারি করা,

ধারা ২১ এর কোন প্রয়োগ নেই এবং এই ধরনের আইন পর্যালোচনা করার কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় না কারণ দলটি আইনের সংবিধানের একটি বিধান লঙ্ঘন করেছে, যেমন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস (১) বনাম ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার[১০] এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (গোয়ালিয়র) এমপি লিমিটেড বনাম আয়কর কমিশনার, গোয়ালিয়র[১১]।

২৬) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের (১) মামলায় (উপরে উল্লিখিত), এই আদালত স্থির করেছিল যে, যেখানে আইনের প্রয়োজন হয় যে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর আগে কোনও কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই তদন্ত করতে হবে, সেখানে আইনের এই ধরনের প্রয়োজনীয়তা কর্তৃপক্ষকে একটি আধা বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ করে তোলে। এছাড়াও যখন কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন হয় '৯ নিয়ম অনুযায়ী কাজ করে এবং নীতি বা কার্যকারিতা দ্বারা নির্ধারিত হয় না, তখন কর্তৃপক্ষ আধা বিচার বিভাগীয় কাজ সম্পাদন করে, প্রশাসনিক কাজ নয়।

২৭) উপরোক্ত পরীক্ষায়, রাজ্য সরকারের অপরিহার্যতা শংসাপত্র প্রদানের কাজকে আধা বিচারিক কার্য হিসেবে ব্যাখ্যা করতে হবে। ফর্ম ২-এ শংসাপত্র জারি করার সময়, সরকারকে রাজ্যে প্রস্তাবিত কলেজ খোলার যৌক্তিকতা এবং সম্ভাব্যতা নির্ধারণ করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে, বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বার্ষিক যোগ্য ডাক্তারের সংখ্যা, রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলে নিবন্ধিত এবং সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত ডাক্তারের সংখ্যা, কর্মসংস্থান বিনিময়ে নিবন্ধিত ইত্যাদির মতো বেশ কয়েকটি বিষয়ের অস্তিত্ব অনুসন্ধান এবং নির্ধারণ করতে হবে। এটি রাজ্যে ডাক্তারের জনসংখ্যা, অর্জনযোগ্য ডাক্তার-রোগী অনুপাত এবং রাজ্যে চিকিৎসা জনবলের প্রাপ্যতার উপর প্রস্তাবিত কলেজের প্রভাবও নির্ধারণ করতে হবে। অতএব, শংসাপত্র প্রদানকে আধা বিচারিক আইন হিসেবে ব্যাখ্যা করতে হবে। ফলাফল হল যে এই ধরনের আইনকে সাধারণ ধারা আইনের ধারা ২১ দ্বারা বিবেচিত "আদেশ" হিসাবে ব্যাখ্যা করার যোগ্য নয়। এটি কোনও আদেশ নয়, এবং অবশ্যই কোনও বিজ্ঞপ্তি, নিয়ম বা উপ-আইন নয়, ধারা ২১ এর কোনও প্রয়োগ নেই।

২৮) তাছাড়া, আইএমসি আইনের কোনও বিধান রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রশাসনকে একটি অপরিহার্যতা শংসাপত্র জারি করার কোনও ক্ষমতা দেয় না। উপরে আলোচনা করা হয়েছে যে, প্রবিধানগুলি যা করে তা হল একটি অপরিহার্যতা শংসাপত্র হল একটি মেডিকেল কলেজ খোলার জন্য আবেদন করার যোগ্যতার মানদণ্ড। সেই অর্থে, এই বিধানটি রাজ্য সরকার কর্তৃক জারি করা একটি অপরিহার্যতা শংসাপত্রকে স্বীকৃতি দেয়।

১০) (২০০২) ৫ এসসিসি ৬৮৫।

১১) এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ১২৬।

এটি কারও ক্ষেত্রেই নয় যে রাজ্য সরকারকে কোনও রাজ্য আইনের অধীনে এই জাতীয় শংসাপত্র জারি করার ক্ষমতা বা কর্তব্য প্রদান করা হয়েছে। যে কোনও ক্ষেত্রে, এই ক্ষেত্রটি সংসদীয় আইন অর্থাৎ আইএমসি আইন, ১৯৫৬ দ্বারা দখল করা হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে, আগে থেকে বিদ্যমান কোনও রাজ্য আইনের ক্ষেত্রে কোনও কার্যকারিতা থাকবে না। ফলস্বরূপ, ১৬২ অনুচ্ছেদের অধীনে রাজ্যের নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাবে না।

২৯) অতএব, প্রয়োজনীয়তা শংসাপত্রটি অবশ্যই প্রবিধানের সাথে পঠিত আইএমসি আইনের অধীনে জারি করা হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে এবং রাজ্যের কোনও স্বাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ না করে। উল্লেখযোগ্যভাবে, যেখানে শংসাপত্র জারি করার কোনও ক্ষমতা আইএমসি আইন বা প্রবিধান দ্বারা প্রদত্ত হয়েছে বলে দেখানো হয় না, সেখানে এটি প্রত্যাহার করার সংশ্লিষ্ট ক্ষমতা রাজ্যকে দেওয়া হয়েছে কিনা তা অনুসন্ধান করা নিরর্থক হবে। এমনকি এই ধারণার অধীনে যে এই জাতীয় শংসাপত্র জারি করার ক্ষমতা আইনের অধীনে প্রবিধান দ্বারা নিহিতভাবে প্রদত্ত হয়েছে, তা অবশ্যই প্রত্যাহার করার কোনও ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি। সাধারণ ধারা আইনের ২১ ধারার উপর নির্ভর করে এই ধরনের ক্ষমতাকে অহংকার করা যায় না।

৩০) শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন মামলায় (উপরে উল্লিখিত) একই ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল যেখানে আয়কর কমিশনার একটি রেজিস্ট্রেশন শংসাপত্র বাতিল করেছিলেন কারণ এতে নথি থেকে স্পষ্ট ত্রুটি রয়েছে। এই আদালত স্থির করেছিল যে শংসাপত্রটি আধা বিচার বিভাগীয় আদেশের ফলস্বরূপ জারি করা হয়েছিল এবং কেবল তখনই প্রত্যাহার করা যেতে পারে যখন এটি করার কর্তৃত্বের উপর একটি প্রকাশ্য ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। সেই ক্ষেত্রে, এই আদালত ঘোরুল হাসান বনাম রাজস্থান রাজ্য[১২] এবং হরি শঙ্কর জৈন বনাম সোনিয়া গান্ধি[১৩] মামলায় আগের দুটি সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছে, যেখানে স্থির করা হয়েছিল যে নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫-এর ধারা ৫ (১) (গ)-এর অধীনে জারি করা নাগরিকত্ব নিবন্ধনের শংসাপত্রটি সাধারণ ধারা আইনের ধারা ২১-এর আশ্রয় নিয়ে নিবন্ধকরণ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ দ্বারা বাতিল করা যাবে না।

৩১) অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার বনাম ওয়াই. এস. বিবেকানন্দ রেড্ডি[১৪], মামলায় হাইকোর্টকে বিবেচনা করার জন্য বলা হয়েছিল যে রাজ্য সরকার কর্তৃক ইজারাদারকে উপ-ইজারায় প্রবেশের জন্য প্রদত্ত সম্মতি সাধারণ ধারা আইনের ধারা ২১ ব্যবহার করে প্রত্যাহার করা যেতে পারে কিনা। অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টের একটি পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ, বিচারক এসএসএম কাদ্রির মতে (তৎকালীন তাঁর প্রভুত্ব অনুসারে) রায় দিয়েছিলেন যে সম্মতি প্রত্যাহারের ক্ষমতা কেবল ততক্ষণ প্রয়োগ করা যেতে পারে যতক্ষণ না এটি বাতিল করার ক্ষমতা ছিল কারণ এই অনুশীলনটি ধারা ২১ দ্বারা বিবেচনা করা অনুরূপ শর্ত সাপেক্ষে হতে হয়েছিল।

১২) ১৯৬৭ এসসি ১০৭।

১৩) (২০০১) এসসিসি ২৩৩।

১৪) এআইআর ১৯৯৫ এপি ১।

অতএব, আদালত স্থির করেছে যে যেহেতু ইজারা গ্রহীতা, সম্মতির ভিত্তিতে কাজ করে একটি উপ-ইজারা কার্যকর করেছে এবং উপ-ইজারাগ্রহিতা ইতিমধ্যে খনির কাজ শুরু করেছে, সম্মতি নিজেই কাজ করেছে এবং সেই পর্যায়ে প্রত্যাহার করা যাবে না কারণ সম্মতি দেওয়ার সময় বিদ্যমান শর্তগুলি পরিবর্তিত হয়েছে।

৩২) আমরা মনে করি যে আমাদের সামনে মামলাটি একটি অনুরূপ পরিস্থিতি উপস্থাপন করে যেখানে আবেদনকারী কলেজ প্রয়োজনীয়তার শংসাপত্রের উপর কাজ করেছে এবং একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছে যা কাজ করেছে; ঘাটতি হতে পারে। প্রয়োজনীয়তার শংসাপত্র মঞ্জুর হওয়ার পর থেকে শর্তগুলি পরিবর্তিত হয়েছে, ধারা ২১ আইএমসি আইন দ্বারা প্রদত্ত প্রত্যাহারের কোনও ক্ষমতার অভাবে উপলব্ধ নয়।

৩৩) উপরোক্ত বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা দেখতে পাই যে শর্ত নং **(XI)** আইএমসি আইন এবং প্রবিধানের বিধানগুলির পরিপন্থী। ফলস্বরূপ, ০১.১১.২০১৭ তারিখের উত্তরদাতা নং ১- পাঞ্জাব রাজ্য কর্তৃক জারি করা আদেশ, অপরিহার্যতা শংসাপত্র প্রত্যাহার বাতিল এবং বাতিল করা হয়েছে এবং শর্ত নং **(VII)** এবং **(XI)** অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

৩৪) তদনুসারে, রিট পিটিশন অনুমোদিত।

৩৫) আমরা হয়তো এটা বলছি না যে কোনও অবস্থাতেই একটি অপরিহার্যতার শংসাপত্র প্রত্যাহার করা যাবে না। রাজ্য সরকার এই ধরনের শংসাপত্র প্রত্যাহার করার অধিকারী হবে, যেখানে এটি জালিয়াতির মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়, অথবা যে কোনও পরিস্থিতিতে যেখানে অপরিহার্যতা শংসাপত্রটি মঞ্জুর করা হয়েছিল সেই স্তরটি অদৃশ্য হয়ে যায়, অথবা অনুরূপ প্রকৃতির অন্য কোনও কারণে।

নিধি জৈন রিট পিটিশন অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen